কালের কণ্ঠ

22 2013
20 8

রাষ্ট্রপতির নির্দেশনায়ও কাটছে না সংকট

জাবিতে দুই উপ-উপাচার্য দ্বিতীয় দিনের মতো অবরুদ্ধ

জাবি প্রতিনিধি ▶

রাষ্ট্রপতির নির্দেশনা সত্ত্বেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) সংকট কাটছে না। গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের মতো অবরুদ্ধ ছিলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম এ মতিন ও উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক আফসার আহমদ। উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন, সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন স্থগিত ও উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের অপসারণ দাবিতে গতকাল সকাল ৮টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম। তবে ক্লাস-পরীক্ষা ধর্মঘটের আওতামুক্ত। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগসহ বেশ কয়েকটি বিভাগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে অচলাবস্থা চলছে। রাষ্ট্রপতির নির্দেশনা নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাষ্ট্রপতি ১১(১) ধারা অনুযায়ী সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের কথা বলেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৫

রাষ্ট্রপতির নির্দেশনায়ও ——

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সেই নির্দেশ অমান্য করে সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন ঘোষণা করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করছে।' অন্যদিকে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফসার আহমদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাষ্ট্রপতির নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং সেভাবেই কাজ করছে।'

বিদ্যমান সংকট নিরসনের পদক্ষেপ হিসেবে দুই পক্ষই পাল্টাপাল্টি প্রস্তাব দিয়েছে। ঘোষিত সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন স্থগিত করে পাঁচ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি, সাধারণ শিক্ষক ফোরামের প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে আচার্যের নির্দেশনার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নিয়ে পরবর্তী রোডম্যাপ ঘোষণা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে প্রস্তাব করেছে শিক্ষক সমিতি। পক্ষান্তরে বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে আলোচনার জন্য অসুস্থতার কারণে ছুটিতে থাকা উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানোর প্রস্তাব করেছেন অবরুদ্ধ দুই উপ-উপাচার্য। তবে প্রশাসনের এ প্রস্তাবে রাজি নন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক এম এ মতিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আলোচনা চলছে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি একটা সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হবে।'

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল : গতকাল দুপুর দেড়টার দিকে এমফিল, পিএইচডি গবেষণারত শিক্ষার্থীদের জাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ায় প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি ট্রান্সপোর্ট থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসক্লাবের পাশে (টিএসসির দোতলায়) জাকসু নির্বাচন কমিশনের সামনে এসে শেষ হয়। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল করেছে জাবি শাখা ছাত্র ইউনিয়ন।